দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...FEB 1 7 1999

পৃষ্ঠা ৭৮ কলাম ৩......

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

শাঃ ১৩/১-৭ (চীন)/৯৮/৪৯২ তারিখঃ ৩১-১-৯৯

বিষয়ঃ চীন সরকার প্রদত্ত বৃত্তি ঃ ১৯৯৯-২০০০

বিজ্ঞপ্তি

চীন সরকারের বৃত্তির অধীনে ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক / স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নের নিমিত্তে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে মেধাভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশী নাগরিকদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। কেবল নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পূরণে সক্ষম প্রার্থিগণই আবেদন করতে পারবেনঃ

ক)	ক্রমিক নং বিষয়	সুযোগ সংখ্যা	প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা
স্নাতক	১। মেডিকেল সায়েন্স ২। কম্পিউটার সায়েন্স ৩। ইঞ্জিনিয়ারিং (সকল শাখা) ৪। কৃষি (সকল শাখা) ৫। বিজ্ঞান (সকল বিষয়)	১০	সকল বিষয়ের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উভয় পরীক্ষায় গড়ে শতকরা ৮০% নম্বর থাকতে হবে। ১নং বিষয়ে আবেদনকারীদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় জীববিজ্ঞান ও রসায়নে গড়ে ৭৫% নম্বর থাকতে হবে। ২, ৩, ও ৫নং বিষয়ের প্রার্থীদেরকে পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিতে গড়ে ৮০% নম্বর থাকতে হবে।
খ) স্নাতকোত্তর	১। ওয়ার্টার রিসোর্সেস ২। পরিবেশ বিজ্ঞান ৩। ফার্মেসী	৬	সকল পরীক্ষায় ১ম বিভাগ / শ্রেণী থাকতে হবে।

২। কোন ব্যক্তি একাধিক বিষয়ে আবেদন করতে পারবে না।

৩। স্নাতক পর্যায়ের সকল প্রার্থীকে একটি লিখিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষা মার্চ মাসের ২৭ থেকে ২৮ তারিখে গণিত, পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র বিষয়ে অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত (এস এস সি ও এইচ এস সি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের যোগফলের ভিত্তিতে) বলে বিবেচিত প্রার্থীদের নাম, পরীক্ষার স্থান ও সময় আগামী ২৪/৩/৯৯ তারিখে ঢাকাস্থ 'নায়েম' (ঢাকা কলেজের পিছন সংলগ্ন) এর নোটিস বোর্ডে টাংগিয়ে দেয়া হবে। ভিন্নভাবে জানানো হবে না। প্রার্থিত বিষয় নির্বিশেষে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবং লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের যোগফলের ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে।

৪। আগামী ১০/৩/৯৯ তারিখের মধ্যে সাদা কাগজে নিম্নলিখিত ছক অনুসারে ইংরেজীতে দুই কপি দরখাস্ত দাখিল করতে হবে। এক কপি দরখাস্তের সাথে প্রার্থীর সকল পরীক্ষার পাসের সার্টিফিকেট ও মার্কসীটের সত্যায়িত ফটোকপি ইত্যাদি এবং পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত এক কপি ছবি ভালভাবে সংযুক্ত করে দিতে হবে। দরখাস্তের অপর কপি মূল দরখাস্তের সাথে আলপিন বা জেমস ক্লীপ দ্বারা এমনভাবে সংযুক্ত করতে হবে যাতে সহজেই পৃথক করা যায়। ভিন্ন কোনরূপ দরখাস্ত এ পর্যায়ে দাখিল করতে হবে না।

৫। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের আবেদনকারীদেরকে লিখিত পরীক্ষা দিতে হবে না। নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসারে ১০০ নম্বরের মধ্যে তাদের মূল্যায়ন করে মেধার ভিত্তিতে মনোনয়ন দেয়া হয়ঃ-

		স্নাতকোত্তর পর্যায়
ক)	এসএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে	২০ নম্বর
খ)	এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে	২০ নম্বর
গ)	স্নাতক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে	৩০ নম্বর
ঘ)	স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে	৩০ নম্বর

উল্লেখ্য, বিএসসি (ইঞ্জিঃ) বিষয়ে প্রার্থিদের ক্ষেত্রে উপরের (গ) ও (ঘ)-এর পরিবর্তে বিএসসি (ইঞ্জিঃ) কোর্সে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ৬০ নম্বরের মধ্যে মূল্যায়ন করা হবে। সকল আবেদনকারীদেরকে আবেদনপত্রের নির্ধারিত ছকে এই হিসাব অনুসারে প্রার্থীর ১০০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত স্কোর নির্ভুলভাবে হিসাব করে উল্লেখ করতে হবে। কোন পরীক্ষায় নম্বরের পরিবর্তে কেহ গ্রেড পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে সংশ্লিষ্ট গ্রেডের জন্য প্রাপ্ত নম্বর কত সে সম্পর্কে প্রত্যায়নপত্র দিতে হবে।

৬। ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বিবরণ, তথ্য প্রদানকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭। ইতোপূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কোন বৃত্তির জন্য প্রাথমিকভাবে মনোনীত হয়েছে তাঁদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

৮। নিম্নে প্রদত্ত নির্ধারিত ছকে ২(দুই) সেট আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। এক সেট আবেদনপত্রের সাথে পাসপোর্ট আকারের ১ কপি সত্যায়িত ছবি এবং সকল পরীক্ষায় পাসের মূল সনদপত্র ও নম্বর পত্রের সত্যায়িত কপি স্টাপলার দিয়ে এঁটে দিতে হবে। আবেদনপত্রের অপর কপির সাথে শুধুমাত্র ১টি সত্যায়িত ছবি ভালভাবে এঁটে দিতে হবে। এরূপ দুই সেট আবেদনপত্র জেমস ক্লিপ দিয়ে একত্র করে একই খামে ১০-৩-৯৯ তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পৌছাতে হবে। খামের উপরে 'চীন সরকার প্রদত্ত বৃত্তি' স্নাতক / স্নাতকোত্তর এবং প্রার্থীর এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট নম্বর উভয় ক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হবে।

৯। আবেদনপত্রের ছক নিম্নরূপ হবে ঃ চীন সরকার প্রদত্ত স্নাতক / স্নাতকোত্তর বৃত্তির জন্য আবেদন

প্রার্থিত বিষয়ের / ক্ষেত্রের নামঃ

ক) প্রার্থীর নাম ঃ

খ) পিতার নাম ঃ

গ) বর্তমান ঠিকানা (টেলিগ্রাম অফিসসহ) ঃ

ঘ) টেলিফোন (যদি থাকে) ঃ

ঙ) জন্ম তারিখ এবং ১-২-৯৯ তারিখে বয়স ঃ

চ) স্থায়ী ঠিকানা ঃ

ছ) জাতীয়তা ঃ

জ) এসএসসি থেকে সকল পরীক্ষার ফলাফল ঃ

পরীক্ষার নাম	বিভাগ	পাসের সন	প্রাপ্ত নম্বর
এসএসসি			
এইচএসসি			
এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের যোগফলঃ			

অথবা

(জ) ২- (স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

পরীক্ষার নাম	পাসের বছর	শাখা / বিষয়	প্রাপ্ত বিভাগ / শ্রেণী	প্রাপ্ত নম্বর ও শতকরা হার	৫ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক স্কোর
৫ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক ১০০ নম্বরের মধ্যে মোট নম্বর					

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, চীন সরকারের উপযুক্ত বৃত্তির জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত হলে আমি উক্ত বিষয়ে অধ্যয়ন করতে চীনে যাব এবং চীন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তির অতিরিক্ত খরচ নিজে বহন করবো।

আবেদনকারীর পূর্ণ স্বাক্ষর

১০। আবেদনকারী প্রার্থিগণকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ের ঠিকানায় ডাকযোগে অথবা বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৫ নং গেইটে রক্ষিত ২ নং কাঠের বাক্সে দরখাস্ত দাখিল করতে হবে।

১১। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত স্নাতক পর্যায়ের প্রার্থিদেরকে অধ্যয়নের জন্য শিক্ষা কার্যক্রমের পূর্বে চীনে ১(এক) বৎসর চীনা ভাষা শিখতে হবে। [illegible]

[illegible] ...নের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষে... [illegible] গণ্য ... [illegible] যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে [illegible]

[illegible] ...র রহমান)

...রী সচিব